দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি প্রসঙ্গে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে ধারাবাহিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছে। গত বৃহস্পতিবার নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে। মানববন্ধনপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে দু'দিনের মধ্যে কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করা হয়। অন্যথায় দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বলা হয়, ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করা হবে, ক্যাম্পাস অচল করে দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরিবহন চলতে দেয়া হবে না, এমন কি ক্যাম্পাসের ভেতর রিকশা পর্যন্ত চলতে দেয়া হবে না। কারাবন্দী সহকর্মী ও ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও কর্মসূচী পালন করছেন। তাদের কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। তারা নতুন কোনো কর্মসূচী না ঘোষণা করলেও বর্তমান কর্মসূচী চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। কারাবন্দী শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তির দাবীতে শিক্ষক-ছাত্র আন্দোলন চলছে অনেকদিন ধরে। কিন্তু এখনো তাদের মুক্তি অনিশ্চিতই হয়ে আছে। এই প্রেক্ষাপটে আন্দোলন দিনকে দিন সংহত ও বেগবান হচ্ছে। আন্দোলনে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, রাজধানীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাও অংশ নিচ্ছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। আন্দোলন অব্যাহত থাকলে এবং কর্মসূচী কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এর প্রভাব পড়তে পারে। এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার আশংকা বিবেচনায় নিয়ে অবিলম্বে কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির ব্যবস্থা করা উচিৎ বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকরা।

কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি দেয়া উচিৎ, এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। সরকারও তাদের মুক্তির আশ্বাস দিয়েছিল। ৮ ডিসেম্বর সরকারের পক্ষ থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে তাদের মুক্তি দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুত দু'সপ্তাহ ২৩ ডিসেম্বর শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির ব্যবস্থা হয়নি। অভিযোগ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়েরই একশ্রেণীর শিক্ষকের অতি উৎসাহী প্ররোচনায় কারান্তরীণ শিক্ষক-ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে তাদের প্ররোচনাই নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। এ ধরনের অবিবেচক, সুযোগ সন্ধানী ও হিংসুক লোকদের কারণে অনেক ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো তা প্রকট রূপ ধারণ করে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এখন যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, অনেকে মনে করেন, তার জন্যও কিছু অতিউৎসাহী ব্যক্তির প্ররোচনাই দায়ী। স্বার্থান্ধ ও দালাল প্রকৃতির এই লোকগুলো বিভ্রান্তি ছড়িয়ে, ভুল তথ্য দিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে এবং তার জের হিসেবেই অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সরকারের নীতি-নির্ধারকদের উচিৎ এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং এদের পরামর্শ-প্ররোচনা উপেক্ষা করা। এখনও যে কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি হচ্ছে না, তার পেছনেও কথিত অতি উৎসাহী শিক্ষকদের ভূমিকা থাকতে পারে। আইনী প্রক্রিয়ার কথা বলে শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি বিলম্বিত করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, আইন মানুষের কল্যাণের জন্য। মানুষের অকল্যাণ, হয়রানি ও বিড়ম্বনার জন্য নয়। এই সঙ্গে জনআকাঙ্ক্ষার বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচ্য। জনআকাঙ্ক্ষা হলো : কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি দেয়া হোক। জনআকাঙ্ক্ষার বিপরীতে আইন ও আইনী প্রক্রিয়ার কথা বলে কোনো কিছু আটকে রাখলে অনেক ক্ষেত্রে তাতে হিতে বিপরীত হয়। এমন নজীরের অভাব নেই। যদি শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শিক্ষাঙ্গনের কাম্য পরিবেশ বিপন্ন হয়, শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়, তাহলে সে ক্ষতি হবে জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এমন ক্ষতি কারোই কাম্য হতে পারে না।

সরকার এক বছর অতিক্রান্ত করে দ্বিতীয় বছরে যাত্রা শুরু করেছে। উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠিত হয়েছে। পুনর্গঠিত এই উপদেষ্টা পরিষদকে একটি টিম হিসেবে কাজ করতে হবে। কঠোরতার পথ পরিহার করে সহজতার পথ অনুসরণ করতে হবে। কাজের ক্ষেত্রে হতে হবে বাস্তবানুগ, সহৃদয় এবং সংবেদনশীল। সকলেই আশা করে, উপদেষ্টা পরিষদ কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেবে। মনে রাখতে হবে, সামনে ফেব্রুয়ারী মাস। এই মাস আমাদের ভাষা আন্দোলনের মাস। পরের মাস মার্চ– স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধ শুরুর মাস। ফেব্রুয়ারী-মার্চ আন্দোলন-সংগ্রামের মাহেন্দ্র সময় হিসেবে পরিগণিত। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র আন্দোলনের এখনই অবসান ঘটানো প্রয়োজন। আর এর উত্তম ও প্রকৃষ্ট উপায় হলো, বিলম্ব না করে কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া। এও স্মরণ রাখা দরকার, এ ক্ষেত্রে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন কিংবা দাবী পূরণে সময় ক্ষেপণ উদ্ভূত পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও নাজুক করে তুলতে পারে। কোনো সমস্যা প্রলম্বিত করা সুবিবেচনার পরিচায়ক হতে পারে না। সকলেই জানে, বর্তমান সরকারের মূল এজেন্ডা হলো, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। এটি অবশ্যই একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। এ জন্য দেশের সার্বিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি শান্ত থাকা একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। সরকারের সামনে অর্থনীতিকে সবল ও গতিশীল করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই সঙ্গে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জও রয়েছে। নতুন সংকট সৃষ্টির আশংকা তাই সর্বপ্রযত্নে পরিহার করতে হবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সফল হতে হলে সরকারকে জাতীয় ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের আশা, কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির ব্যাপারে সরকার ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে এবং অবিলম্বে সে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে।